ভূমিকা ।।

বর্তমান গবেষণা সন্দর্ভে ইংরেজ কবি-নাট্যকার ও সমালোচক টি·এস·এলিয়টের প্রভাব বাংলা কাব্য সাহিত্যে কতটা পড়েছে এবং আধুনিক বাংলা কাব্য সাহিত্যের সৃষ্টিতে এলিয়টের নিদর্শন ও কাব্যাদর্শ কতটা সক্রিয় ছিল সেটা আমরা অনুসন্ধান করে দেখব। অর্থাৎ বর্তমান গবেষণাটি তুলনাত্মক সাহিত্যে যাকে Reception Studies বলে সেই পদ্ধতির হবে। এখানে দেখান হবে এলিয়টের প্রভাব বাংলা কবি মানসে ও কাব্য সাহিত্যে কিভাবে গৃহীত ও প্রতিফলিত হয়েছে। ইতিপূর্বে যে এ বিষয়ে কোনো কাজ হয়নি এমন দাবি আমরা করি না। বিচ্ছিন্নভাবে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন অনেকেই। জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, হরপ্রসাদ মিত্র, শঙ্খ ঘোষ, আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রমুখ কবি-আলোচকেরা বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে এ সম্পর্কে কিছু-কিছু কথা বলেছেন। দীপ্তি ত্রিপাঠীর 'আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়' গ্রন্থে বাংলা আধুনিক কবিতায় এলিয়টের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা আছে। অশ্রুকুমার সিকদার তাঁর 'আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়' গ্রন্থেও এ প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতে পারেননি। ড: বিনয়কুমার মাহাতোর 'এলিয়ট বিষ্ণু দে ও আধুনিক বাংলা কবিতা' নামক গবেষণা গ্রন্থটি এক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এর পরও অনেক কথা বলা যেতে পারে, এমন মনে হয়েছে বলেই এ গবেষণা সন্দর্ভের অবতারণা। সবচেয়ে বড় কথা বিষয়টিকে অন্যদের তুলনায় নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চেষ্টা করেছি আমরা। ১৯৮৮-সালে এলিয়টের শতবর্ষকে কেন্দ্র করে বাংলা সাময়িক পত্রের যে সব সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল তার অধিকাংশ আমাদের সংগ্রহে আছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য মেদিনীপুর থেকে প্রকাশিত সমীরণ মজুমদার সম্পাদিত 'অমৃতলোক' টি·এস·এলিয়ট শতবার্ষিকী সংখ্যা। 'জীবনানন্দ আকাদেমী পত্রিকা'র তরফ থেকে তাপস বসুর সম্পাদনায় ও 'লা পয়েজি' থেকে বার্ণিক রায়ের সম্পাদনায় এই ধরণের দুটি মূল্যবান সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। পরে এগুলি গ্রন্থরূপ পায়। এই পত্র-পত্রিকা ঘেঁটে-ঘুঁটে সংগৃহীত নতুন কিছু তথ্যও সংযোজিত হয়েছে আমাদের গবেষণায়। বাংলা কাব্যনাট্যের উপর এলিয়টের প্রভাব কতোটা সক্রিয় ছিল তা আমরা অনুসন্ধান করবার চেষ্টা করেছি একটি অধ্যায়ে। এ বিষয়ে এতো বিস্তারিত আলোচনা এর আগে কেউ করেছেন বলে জানা নেই। বাংলায় এলিয়টের কবিতার অনুবাদ

বিষয়টিতেও অভিনবত্ব আছে। আমরা অনেক নতুন তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি। বাংলা আধুনিক কাব্যের উপর এলিয়টের প্রভাব যে পড়েছিল এ বিষয়ে সকলে একমত। কিন্তু ঠিক কোন সময়টি থেকে বাংলা আধুনিক কাব্যে এলিয়টের প্রভাব পড়তে শুরু করে এ বিষয়ে তেমন সচেতন উদ্যোগপূর্ণ অনুসন্ধানের আগ্রহ কেউ অনুভব করেছেন বলে মনে হয়নি। এ গবেষণা প্রবন্ধের আর একটি স্বাতন্ত্র্য এই যে বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণের সাহায্যে আমরা এখানে সেই সময়টিকেও নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করবার চেষ্টা করেছি।

বাংলা আধুনিক কবিতার একটা পর্যায়ে ইংরেজ কবি নাট্যকার ও সমালোচক টি·এস·এলিয়ট (১৮৮৮-১৯৬৫) অনিবার্য হয়ে ওঠেন। তবে বাংলা কবিতায় এলিয়টের অনুষঙ্গ নিয়ে আলোচনার আগে এর প্রেক্ষাপট সম্পর্কে বিস্তারিত অবগত হওয়া প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে ঊনবিংশ শতকের শেষ দশকের এবং তার পরবর্তী অর্ধশতাব্দীর (১৮৯০-১৯৪০) বাংলা কাব্যের প্রবণতা কি ছিল, তা গভীর গবেষণার মন নিয়ে বিচার করে দেখতে হবে।

সে এক অপ্রতিরোধ্য রবীন্দ্র প্রভাবের যুগ। দারুণ রবিরশ্মি ছটায় ছেয়ে যাচ্ছে সমস্ত কাব্যভুবন, রবি-কিরণের প্রচন্ড দাবদাহে দগ্ধ হচ্ছে আগন্তুক কবি-প্রতিভা। অথচ 'রবি-সম্মোহনে' মন অসার, দহনের অনুভূতি নেই চৈতন্যে। কবি রবীন্দ্রনাথ(১৮৬১ - ১৯৪১) তাঁর 'মোহিনী মায়ায়' মজিয়ে রেখেছেন তাঁর 'অনতি-উত্তর' কবিদের।

তিনি নিজে তো 'মানসী'(১৮৯০) পর্যায় থেকেই দুর্বার। 'সোনার তরী' (১৮৯৪), 'চিত্রা'(১৮৯৬), 'চৈতালি'(১৮৯৬) পেরিয়ে, 'কথা'(১৯০০), 'কাহিনী' (১৯০০), 'কণিকা'(১৯০০), 'নৈবেদ্য'(১৯০১), 'খেয়া'(১৯১০) এবং 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০) পর্বে পৌঁছে রবীন্দ্রনাথ অনস্বীকার্য - ঠিক তাঁর পরে যাঁরা বাংলা কবিতার রাজ্যে প্রবেশ করেছেন তাঁদের প্রায় প্রত্যেককেই নিজস্ব চৌম্বক ক্ষেত্রে আবিষ্ট করে রেখেছিলেন তিনি। আসলে প্রতিভা ও পরিণামদর্শিতার অভাবে ঐ সমস্ত কবির এছাড়া আর কোনো উপায়ও হয়তো ছিল না।

ঊনবিংশ শতকের শেষ দশক থেকেই বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রবরণের ও রবীন্দ্রপ্রণামের প্রবণতা প্রবল। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঈর্ষাজনিত অগভীর ও দুর্বল বিরোধিতা ছাড়া এই সময়ে বাংলার কবিসমাজ কাব্যচর্চার ক্ষেত্রে অন্ধ রবীন্দ্রানুসরণ-রবীন্দ্রানুকরণে রত থেকেছে। কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর (১৮৭৮-১৯৪৮) একটি কবিতার কিছুটা অংশ এক্ষেত্রে উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

বসেছিলাম পায়ের কাছে, ভেবেছিলাম মনে,
একটা কিছু চেয়ে নেব সেবায় আরাধনে।
আর সবারই পূজার শেষে
বলেছিলে হঠাৎ হেসে,
কবি, তুমি বলো, তোমার কিসের নিবেদন
বলেছিলাম পাই যেন এই সঙ্গ সারাক্ষণ।

এই উদ্ধৃত অংশে আত্মবিলোপী আত্মনিবেদন তো আছেই, যা রবীন্দ্রানুসারীদের রবীন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের বৈশিষ্ট্য, আমরা আরো লক্ষ করে দেখব, এ কবিতার ভাষা-ইঙ্গিত-ভাবও রাবীন্দ্রিক, এমনকি ফর্মটা পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের 'কৃপণ' কবিতা থেকে নেওয়া।

শুধু যতীন্দ্রমোহন নয়, মোটামুটিভাবে এই ছিল তৎকালীন রবীন্দ্রানুসারী আর সব কবির মনোভাব। কিন্তু এই সারাক্ষণব্যাপী ব্যক্তিগত এবং কাব্যগত সঙ্গসুখ সুধার সর্বনাশ যে কি, তা বুঝতে পারেননি তাঁদের অনেকেই। বোঝেননি প্রায় রবীন্দ্র সমসাময়িক অক্ষয়কুমার বড়াল (১৮৬০-১৯১৯), দেবেন্দ্রনাথ সেন(১৮৫৪-১৯২০), কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩); পরবর্তীকালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত(১৮৮২-১৯২২), কুমুদরঞ্জন মল্লিক (১৮৮২-১৯৭০), করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৭৭-১৯৫৫), কালিদাস রায় (১৮৮৯-১৯৭৫), অশোকবিজয় রাহা (১৯১০-১৯৯০) - এছাড়া আরও অনেক খ্যাত-অখ্যাত রবীন্দ্রভক্তের দল। বিংশ শতকের প্রথম দশকে এই 'রবীন্দ্রবরণ সার্বভৌম স্বীকৃতি লাভ করল।'[১] নেতা হলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত। সেই সময়ের সাময়িক পত্র-পত্রিকায় বিভিন্ন কবির

যে সব কবিতা ছাপা হচ্ছিল তা রবীন্দ্র কবিতারই তরলিত সংস্করণ মাত্র, একথা বললে একটুও বাড়াবাড়ি হবে না। 'ভারতী', 'মানসী ও মর্মবাণী', 'ভারতবর্ষ', 'প্রবাসী', 'যমুনা', 'উপাসনা' কোনো পত্রিকাতেই এর ব্যতিক্রম লক্ষ করা যাচ্ছিল না।

এই প্রসঙ্গে আমরা অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য' গ্রন্থের সংযোজন অংশে 'বিংশ শতাব্দে রবীন্দ্রানুসৃতি' আলোচনাটিকে বিশেষ গুরুত্ব দেব। গুরুত্বদেব বুদ্ধদেব বসুর 'রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক' শীর্ষক মূল্যবান প্রবন্ধটিকে। তৎকালীন কবিদের সমস্যা ও সঙ্কটকে বুদ্ধদেব কবির সংবেদন নিয়ে সঠিক উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর রবীন্দ্রানুসারী কবিরা কীভাবে "রবীন্দ্রনাথের 'যতো' হতে গিয়ে রবীন্দ্র-প্রবাহেই হারিয়ে গেলেন।" [২] তাই সুধীন্দ্রনাথ তাঁর 'কুলায় ও কালপুরুষ' গ্রন্থের 'ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধের শেষে এইসব কবিদের 'চিত্রল পতঙ্গের' সঙ্গে তুলনা করেছেন, যাঁরা রবীন্দ্র বহ্নিতে আত্মাহুতি দিয়ে স্বকীয়তা হারিয়েছেন। তবে "ইতিহাসে শুধেয় হ'লেন তাঁরা এই কারণে যে রবিতাপে আত্মাহুতি দিয়ে তাঁরা পরবর্তীদের সতর্ক করে গেছেন।" [৩]

সেই পরবর্তীরাই হলেন জীবনানন্দ দাশ (১৮৯৯-১৯৫৪), সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০), অমিয় চক্রবর্তী (১৯০১-১৯৮৬), বুদ্ধদেব বসু (১৯০৮-১৯৭৪), বিষ্ণু দে (১৯০৯-১৯৮২) প্রমুখ কবি।

এহেন প্রেক্ষাপটে বাংলায় এলিয়ট অযোঘ হয়ে ওঠেন। রবীন্দ্রনাথকে এড়িয়ে চলতে চাইলেও উপায় নেই। পেরিয়ে যাবার ক্ষমতা নেই মননে ও মেধায়। তাই কোনো এক নতুন আদর্শের ছায়ায় ক্ষণিক আশ্রয়ের খোঁজে তৎকালীন আধুনিক কবিরা উদগ্রীব হয়ে ঘুরছিলেন। আধুনিক কাব্যজগতের প্রধান পাঁচ কবিকে এমন একটা অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে হয়েছিল নিজস্ব আলোয়। এই অবস্থায়, পাঁচ প্রধান কবি ছাড়াও, একটি

পর্যায়ের আধুনিক কবিদের অনেককেই কম-বেশি এলিয়ট-গ্রস্ত হতে হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ থেকে মুক্তির তাগিদে, নতুন দিগন্ত খুঁজে পেতে।

অন্য কোনো কবি নয়, কেন এলিয়ট, এ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। এর অনেক কারণের একটি হল, এই কবিদের প্রধান পাঁচজন, যাঁদের আধুনিক কবিতার 'প্রতিষ্ঠাতা পূর্বপুরুষ' বলা হয় - তাঁরা সকলেই ছিলেন ইংরিজি সাহিত্যের ছাত্র এবং পরবর্তী-কালে অধ্যাপকও। তাই ঘোর রবি-সঙ্কটের মুহূর্তে দিশেহারা না হয়ে তাঁরা তাঁদের ব্যাপক অধ্যয়ন দিয়ে জানছিলেন ইংরিজি কবিতার ইতিহাস। গভীর মনোযোগ দিয়ে তাঁরা লক্ষ করছিলেন এলিয়টের আগে কীভাবে ইংরিজি কাব্যধারা প্রি-র‍্যাফেলাইট এবং জর্জিয়ান কবিতার মধ্যে দিয়ে প্রকৃতপক্ষে রোমান্টিক কাব্যধারারই অনুবর্তন করে চলেছিল - যা আজকের যুগের পক্ষে বেমানান। তাঁরা মুগ্ধ বিস্ময়ে এও বিচার করে দেখছিলেন, ভিক্টোরীয় যুগকে অনেকটা দূরে রেখে, হপকিন্সীয় আধুনিকতাকে স্পর্শ করে, মহিলা কবি এমি লওয়েল ও এজরা পাউন্ডের নেতৃত্বাধীন Imagist Group-কে ডিঙিয়ে আরও আধুনিক এলিয়ট কিভাবে স্পষ্ট হয়ে উঠেছেন। তাঁর সুরটিকে তখন ঠিক আজকের বলে চিনে নেওয়া যাচ্ছে সহজেই।

এই সমস্ত চিন্তার অভিঘাত ও প্রবর্তনায় 'কল্লোল'(১৯২৩) থেকে 'পরিচয়' (১৯৩১) ও তারপর 'কবিতা'(১৯৩৫) ও 'নিরুক্ত'কে(১৯৪০) কেন্দ্র করে আধুনিক বাংলা কাব্য আন্দোলনে নতুন জোয়ার এলো। বাংলা কবিতায় আধুনিকতার আবির্ভাব ঘটল জীবনানন্দ দাশ, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, সমর সেনের সচেতন কলমে। রোমান্টিক কাব্যের অলংকৃত মঞ্জুল বাক্-সর্বস্বতার প্রতি তীব্র অনীহা নিয়ে নতুন যুগের নতুন কবিতা লিখতে চাইলেন এইসব আধুনিক কবিরা। তবে বাংলা কবিতায় আধুনিকতার সূত্রপাত প্রসঙ্গে অশ্রুকুমার সিকদারের একটি উক্তি-র উল্লেখ এখানে বিশেষ প্রয়োজন -"মোহিতলাল, যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত এবং নজরুল - বাঙলা কাব্যের ইতিহাসে রবীন্দ্রপর্বের সঙ্গে আধুনিক পর্বের যোজকের কাজ করেছেন।"[৪]

পরবর্তীদের এলিয়টকে আদর্শ করার পেছনে এই তিন কবিরও ভূমিকা ছিল বলে আমাদের অনুমান। তবে সে ভূমিকা তির্যক, অপ্রত্যক্ষ। কিন্তু জোরালো।

আধুনিক কবিতার প্রধান পাঁচ কবিকে তুলনামূলক দৃষ্টিকোণের তাড়নায় আত্মবিশ্লেষণেও মগ্ন হতে হয়েছে। নিজেদের সাহিত্য আন্দোলনের ফলশ্রুতিকেও তাঁরা অবশ্যই বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখে থাকবেন। তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ করেছেন, 'কল্লোলে'র কল্লোল স্তিমিত হয়ে এলে, রবীন্দ্রবিরোধিতার মধ্যে যে একটা হুজুগের দিকও ছিল তা কেমনভাবে ধরা পড়ে যাচ্ছে। আর যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত (১৮৮৭-১৯৫৪) ও মোহিতলাল মজুমদার (১৮৮৮-১৯৫২) রবীন্দ্র-বিরোধিতায় ফণিক জ্বলে উঠে কীভাবে রবীন্দ্র-আবর্তেই ভ্রমণ হারিয়ে গেলেন তা এই নব আধুনিকরা বিপন্ন বিস্ময়ে লক্ষ করেছেন। অথচ বয়সে এঁরা দুজনে প্রায় এলিয়টেরই সমান বয়সী। রাবীন্দ্রিক না হওয়া সত্ত্বেও কাজী নজরুল ইসলাম এই নতুনদের কাছে গ্রহণযোগ্য আদর্শ হয়ে উঠতে পারলেন না - তাঁকে যথেষ্ট সময়ানুগ বলে মনে হল না তাঁদের।

সময় বড় অস্থির। চারিদিকে আশ্রয়হীনতা, অবক্ষয়, হতাশা, একাকিত্ববোধ। কালোবাজারী ও বেকার অবস্থার জ্বালায় মধ্যবিত্ত জীবন অসহায়। পুরোনো মূল্যবোধের মুখে ছাই দিয়ে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বিকৃত এক জীবনচর্যা। যেখানে প্রেম নেই, প্রীতি নেই। যার নায়কেরা হলেন সব 'The Hollow Men'। এ এমন এক যুগ, যার চালকদের মাথা 'filled with straw', অথচ 'পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।'

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যখন শুরু তখন জীবনানন্দ পনের বছরের বালক, আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর সময়ে তিনি চল্লিশ বছরের একজন পরিণত মানুষ। অন্য চার কবির পরিণতির ইতিহাসও অনেকটা এইরকম।

তিরিশের দশকে এলিয়টের কবিতা এদেশে আসবার পর, পরিণত মনের বিচারে আমাদের আধুনিক কবিরা হয়তো রবীন্দ্রনাথকে পুনর্বিচার করেছেন পেছনে ফিরে

দিয়ে। রবীন্দ্রসাহিত্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন তখন 'বলাকা'(১৯১৬) কাব্য-গ্রন্থের সঙ্গে যদি তাঁরা মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করে থাকেন তাঁদের প্রিয় কবি টি·এস·এলিয়টের 'The Waste Land' কে(1922), যা 'বলাকা'র মাত্র ছয় বছর পরে প্রকাশিত, তাহলে তাঁরা নিশ্চয়ই তখন লক্ষ করে থাকবেন, এই কবির কণ্ঠস্বরকে কী ভীষণ আজকের বলে চেনা যাচ্ছে সহজেই। রবীন্দ্রনাথের 'নেয়ে' যত সাগর পাড়ি দিয়ে প্রত্যাশা ক'রে 'কেবল যাবে আঁধার কেটে, আলোয় ভরবে গেহ', এবং সকল দৈন্য ধন্য হবে এমন এক আশাকে সে অন্তরে পোষণ করে চলে। মৃত্যুর 'গর্জন', 'ক্রন্দনের কলরোল', 'রক্তের কল্লোল', 'ঝড়ের পুঞ্জিত মেঘ', 'উন্মত্ত দুর্দিন' সমস্ত কিছুর পরে রবীন্দ্র কবিতায় পাই 'নূতন সৃষ্টির উপকূলে' পৌঁছবার আশ্বাস। বীরের রক্তস্নাত ও মাতার অশ্রুধারার মধ্যে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ এই প্রত্যয়ে অচঞ্চল যে 'শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।' তার পাশে এলিয়টের 'The Waste Land' কাব্যে বন্ধ্যা ভূমির প্রতীকে কল্পনা করা হল মহাযুদ্ধোত্তর ইয়োরোপকে। যেখানে আছে শুধু, 'A heap of broken images এবং 'dry stone' এখানে যেন ইঁদুরের এঁদো গলির বাসিন্দা আমরা সকলে, 'Where the dead men lost their bones!

দুই কবির জীবন দর্শনের স্বাতন্ত্র্য হয়তো উঠে এসেছে কালগত স্বাতন্ত্র্য থেকে। রবীন্দ্রনাথ যেখানে উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার প্রগতিশীলতায় অটুটভাবে আস্থাবান সেখানে এলিয়ট, যিনি বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে যৌবনের সচেতনতা অর্জন করেছেন, তাঁর কাছে মনে হয়েছে পার্থিব সব কিছু নৈরাশ্যময় ও পাণ্ডুর। কাজেই সভ্যতার এই সংকটে রবীন্দ্রনাথের ইতিবাচক জীবন দর্শন, আশাবাদ, ঔপনিষদিক প্রশান্তি আমাদের আধুনিক কবিদের কাছে 'ব্যর্থ পরিহাস' বলে মনে হল। তাঁরা আদর্শ হিসেবে বেছে নিলেন সেই কবিকে বিশ্বযুদ্ধের প্রতিক্রিয়ায় যিনি লিখতে পারেন Prufrock and other observations(1917) কি 'The Waste Land' ও 'The Hollow Men' -এর মতো কবিতা।

পল্লীকেন্দ্রিক আবেগাপ্লুত বুদ্ধিবর্জিত কবিতাকে তখন আর তাঁদের মার্জিত নাগরিক মন সায় দিচ্ছিল না। তাদের অনুরাগী এলিয়টে তাঁরা লক্ষ করলেন মননও হয়ে উঠতে পারে কবিতার বিষয়। তাঁরা মুগ্ধ বিস্ময়ে দেখলেন কবিতার ভাষাকে কাব্যিকতা থেকে চলমান গদ্যে এলিয়ট ফিরিয়ে এনেছেন। রোমান্টিকদের নকল করে জর্জিয়ান কবিদের মতো Weekend -এর প্রকৃতির কবি হতে ইংল্যান্ডের মাটিতে এলিয়টের যেমন আপত্তি ছিল, রাবীন্দ্রিকতায় বিলীন হয়ে যেতে তেমনি বাধল বাংলা কবিতার নতুন কবিদের। বরং তাঁদের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হল এলিয়ট, যিনি নাগরিক জীবন ও পরিবেশকে তাঁর কবিতার সামগ্রী করে তুলেছেন। এলিয়ট যা শিখেছিলেন বোদলেয়ার, লাফোর্গ, র‍্যাঁবো, এবং ভেরলেইনের মতো কবির কাছে, আমাদের আধুনিক কবিরা তা গ্রহণ করলেন এলিয়টের কাছ থেকে। শুধু কবিতা নয়, কাব্যতত্ত্বের দ্বারাও এলিয়ট তাঁদের আকর্ষণ করলেন এবং তিনিই হয়ে উঠলেন তাঁদের গুরু।

পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে তথ্য সমাবেশ এবং অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে আমরা দেখাব কীভাবে এলিয়টের প্রভাব বাংলা আধুনিক মৌলিক কবিতাকে প্রাণিত এবং প্রভাবান্বিত করেছে। প্রসঙ্গত আমাদের আলোচ্য হবে এলিয়টের কবিতার বঙ্গানুবাদ ও সেই সূত্রে রবীন্দ্রনাথের কথা এবং কাব্যনাট্য রচনায় এলিয়টের প্রভাব কীভাবে বাঙালি কাব্যনাট্য রচয়িতাদের বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছিল তাও আমরা বিচার করে দেখবার চেষ্টা করব।

: তথ্যপঞ্জি :

১. অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, বিংশ শতাব্দে রবীন্দ্রানুসৃতি, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকাব্য গ্রন্থের অন্তর্গত সংযোজন, জিজ্ঞাসা, কলিকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৭ বঙ্গাব্দ, পৃ.৩১১

২. বুদ্ধদেব বসু, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরসাধক, সাহিত্যচর্চা, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৬, পৃ.১২০

৩. ঐ, পৃ.১১১

৪. অশ্রুকুমার সিকদার, যতীন্দ্রনাথ : আধুনিকতার সূচনা, কবির কথা কবিতার কথা, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, জানুয়ারী, ১৯৯৪, পৃ.৩